আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

ই গভর্নেন্স ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ

১) অনলাইন রেজিস্ট্রেশন: প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২) ডিজিটালাইজড ক্লাসরুম কাম কনফারেন্স রুম: আধুনিক ইন্টারেকটিভ অডিও ভিডিও সিস্টেম এর সুবিধা সম্বলিত ক্লাসরুম নির্মাণ করা হয়েছে।

৩) ক্রীড়া ও শরীর চর্চা চত্বর: ভবনের সামনের পরিত্যক্ত খালি জায়গায় মাল্টিপারপাস ক্রীড়া চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে একই কোর্টে ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস খেলার ব্যবস্থাসহ শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪)মাল্টিপারপাস ইনডোর গেমস চত্বর: ভবনের চতুর্থ তলায় অডিটরিয়ামের সামনের খোলা স্থানে ইনডোর গেম চত্বর তৈরি করা হয়েছে যেখানে টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবাসহ ইনডোর গেমস এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫) বঙ্গবন্ধু কর্ণার: কেন্দ্রের দোতলার করিডোরের ফাঁকা স্থানে দৃষ্টিনন্দন বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করে সেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার জীবন-সংগ্রাম-আদর্শ সম্পর্কে জানার জন্য মুল্যবান বই সমৃদ্ধ ছোট মুক্ত পাঠাগার (৭১) তৈরি করা হয়েছে।

৬) মিলন কেন্দ্র: ২ নং ভবনের পূর্বপাশের অব্যবহৃত খোলা ছাদে ছাদ বাগান কাম রিক্রিয়েশান সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে যা প্রশিক্ষণার্থী ও রিসোর্স পারসনগণের মিলন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

৭) প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ: প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সরকারী কর্মচারীগণের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন ও প্রশিক্ষণের সার্বিক চিত্র হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ডাটাবেজ ও অ্যাপস তৈরির উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৮) নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা বোর্ড: 'স্বতপ্রণোদিত দায়িত্বশীলতা' (Self-Responsibility) নীতিতে কেন্দ্রের গ্যাস, বিদ্যুৎ, অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (সিসি ক্যামেরা) এবং কোভিড ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ক্যাম্পাস পরিস্কার রাখা বিষয়ে একটি ডিউটি রোস্টার (স্থায়ী) এর পাশাপাশি কর্মচারীগণ এ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন শেষে যেন স্ব প্রণোদিতভাবে তাঁর কাজ সম্পাদন করে অবহিতকরণ তথ্য যাতে নোটিশ বোর্ডে রাখেন তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৯) প্রতিবন্ধিব্যক্তিবান্ধব ক্লাসরুম ও ক্যাম্পাস: চলতি অর্থবছরে ২নং ভবনের নিচতলায় ২টি আধুনিক ডিজিটালাইজড ক্লাসরুমসহ অভ্যর্থনা লাউঞ্জ নির্মাণ করা হবে। এটি প্রতিবন্ধীব্যক্তি প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য ব্যবহার বান্ধব হিসাবে তৈরি হবে। তাঁদের জন্য টয়লেট, র‍্যাম্প ও মার্কিংসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা সংযুক্ত করা হবে। এছাড়াও এ বছরই ১০তলা পর্যন্ত লিফট সংযোজনের কাজটি সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

১০) প্রশিক্ষণ সক্ষমতা: বর্তমানে এ কেন্দ্রে একসাথে ১২৫ জন কর্মচারীর (৯০ জন আবাসিকসহ) প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা রয়েছে যা ৩০০ জনে উন্নীত করার জন্য নতুন ভবন নির্মানসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১১) ই-জিপি ও ই-নথি: ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও ক্রমান্বয়ে সকল কার্যক্রম ইনথিতে সম্পাদনের কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।